Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ২৮ সেপ্টেম্বর,২০১৫, সোমবার, ১১ আশ্বিন ,১৪২২

পুলিশের বাধা : ক্যাম্পাসে দুষ্কৃতীরা

ছাত্রদের ডাকে সাড়া দিলেন না উপাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির আহ্বানে ১৩ দফা দাবি নিয়ে উপাচার্যকে ডেপুটেশন দেবার জন্য এদিন সংগঠনের একটি মিছিল বর্ধমান স্টেশন থেকে রাজবাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যায়। প্রশাসনিক ক্যাম্পাসে শাসক দলের বহিরাগত দুষ্কৃতীরা থাকলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকে সাড়া দিলেন না, তাঁদের ক্যাম্পাসে পুলিশ দিয়ে আটকানো হল। এর প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন প্রতিবাদে মুখর ছিলেন।

ছাত্র নেতারা বলেন, ক্যাম্পাসে তৃণমূলের বহিরাগত দুষ্কৃতীরা ঢুকে আছে অথচ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকবে? প্রকৃত যারা ছাত্র তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিয়ে পুলিশ শাসকদলের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয়।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আধিকারিক ছাত্রদের অনুরোধ করে ২-৩ জনকে ভেতরে আসতে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি করেন এখানে যারা এসেছেন সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। তাই সকলেরই ক্যাম্পাসে ঢোকার অধিকার আছে। কেন পুলিশ দিয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে? আমরা উপাচার্যের সাথে ৩ জনের প্রতিনিধিদলই দেখা করবো কিন্তু ক্যাম্পাসে সব ছাত্র-ছাত্রীকেই প্রবেশ করতে দিতে হবে। কিন্তু উপাচার্য সেই দাবি না মেনে নিলে ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন বলেছেন ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের সব দাবি যদি না পূরণ হয় তা হলে ফের ছাত্র-ছাত্রীরা আসবেন এস.এফ.আই-এর বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস.এফ.আই নেতা দীপঙ্কর দে, সুব্রত সিদ্ধান্ত, প্রতি মাহাতো ও বিনোদ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বর্ধমানে গঙ্গা-যমুনা নাট্য-উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ সেপ্টেম্বর : আজ থেকে শুরু হয়েছে কুশীলব ও অনীক (কলকাতা) আয়োজিত গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব। আনুষ্টানিক উদ্বোধন করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব চন্দন সেন। ছিলেন অমলেন্দু চক্রবর্তী। প্রথম সন্ধ্যায় উপহার কুশীলবের লাল কমল নীল কমল। ৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই নাট্যোৎসব। শহরের নাট্যমোদীরা পাবেন এপার বাংলা ওপার বাংলার ভাল নাটকের কিছু কোলাজ। চন্দন সেন ছাড়াও সংবর্ধমান দেওয়া হবে দেব শংকর হালদার, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের উদিচির রতন সিদ্দিকীকে। কয়েকদিন ভাল নাটক দেখার সুযোগ পাবেন বর্ধমানবাসী। লালকমল নীলকমল নাট্যমোদীদের প্রশংসা অর্জন করে। । নাট্যকার অংশুমান কর নাটকের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করেন।

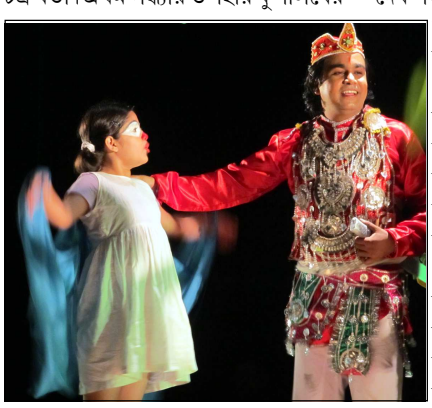

হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ বাবাকে রেখে পরিচালক প্রিয়ব্রত রায়, মৈয়ুখ রায়, ও তাঁদের মা কল্পনা রায়ের অভিনয় দর্শকমনে দাগ কেটে যায়।

দুর্গাপুর ইস্পাত শ্রমিকদের বিশাল মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : সি আই টি ইউ-এর বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে ইস্পাতনগরীর শহিদ আশীষ-জব্বর নেতাজি ভবন সংলগ্ন অঞ্চল থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকসহ শ্রমজীবী মানুষের বিশাল মিছিল কনিষ্ক রোড-লিঙ্ক রোড ধরে ৫ কিমি অতিক্রম করে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন গেটে পৌঁছায়। পথের দু'পাশে বহু মানুষ জেনারেল শিফট ফেরৎ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডার এই মিছিল উৎসাহ ভরে দেখছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে পরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন স্বীকৃতির নির্বাচনে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ) সর্বোচ্চ ভোট পায়। এরপরই, সমগ্র দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে শুরু হয় তৃণমূলিদের শ্রমিক-কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের আক্রমণ। তৃণমূলিরা বিগত দুর্গাপুরের পুর নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচনে বুথ দখল করে, সরাসরি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চালিয়ে একে একে গায়ের জোড়ে অধিকার করেছে ডি এস পি পিপলস্ কো-অপারেডিভ ব্যাঙ্ক, ডি এস পি কনজিউমার কো-অপারেটিভ, এস.বি.এস.টি.সি, ডি.পি.এল ও এ.বি.এল ও খুব সাম্প্রতিক এ.এস.পি. মাল্টি-পারপাস কো-অপারেটিভ এবং এন.এস.পি.সি.এল ও এফ.এস.এন.এল-এর ইউনিয়ন স্বীকৃতির নির্বাচন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহ রাজ্য প্রশাসন সমস্ত ঘটনায় নীরব থেকে শাসকদলকে মদত জুগিয়েছে। এই অবস্থায় মানুষের ক্ষোভ পৌঁছেছে চরমে। লাল ঝাণ্ডার নিচে জমায়েতের সংখ্যা বাড়ছে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন স্বীকৃতির নির্বাচন হবে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে এই ভোটকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতির নির্বাচনকে সুষ্ঠ ও অবাধ করার দাবিতে এবং নিজের ভোট নিজে দাও, যাকে ইচ্ছা তা'কে দাও, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ধ্বংস করার চক্রান্ত রুখতে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখতে, হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (এইচ.এস.ই.ইউ) কে জয়ী করার দাবিতে সি.আই.টি.ইউ-এর বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে মিছিলে পা মেলালেন দুর্গাপুরের অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ। মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন অমল হালদার, আভাষ রায়চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, সন্তোষ দেবরায়, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, মহাব্রত কুণ্ডু, মহাদেব পাল, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত সহ সি.আই.টি.ইউ-এর বর্ধমান জেলা কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নদী সংযুক্তিকরণের ফেরে আসানসোল পুরবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২৬ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের ফলে আসানসোল রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে ভয়াবহ জল-সংকট তৈরি হচ্ছে। আসানসোল আপকার গার্ডেনে এক সংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলে সি পি আই(এম) নেতা বংশগোপাল চৌধুরী বললেন, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

তিনি জানান ঝাড়খণ্ড রাজ্যে একটি নতুন ড্যাম তৈরি করে বরাকর নদীর জল সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে ওই জল নিয়ে যাওয়া হবে সুবর্ণরেখা নদীতে। এমনিতে জামুরিয়া পাণ্ডবেশ্বরের কিছু এলাকা অজয় নদের জল পেলেও বরাকর থেকে রানিগঞ্জ বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল সর্বতোভাবেই দামোদরের জলের ওপর নির্ভরশীল। এখন দামোদরের জল কমে গেলে এলাকায় ভয়াবহ জল সঙ্কট নেমে আসবে। পানীয় জলের সংকট গভীর হবে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখানে একটি পানীয় জলের প্রকল্প হয়েছিল। পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহেরু আরবান রিনিকব্যাল মিশনের মাধ্যমে এডিডি-র ১৩০ কোটি টাকার আর একটি জল প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে দামোদরের জলের ওপরই নির্ভরশীল। সামনে পুর নিগমের নির্বাচন। সম্পূর্ণ আসানসোল এলাকায় জলকষ্ট আছে গ্রীষ্মকালে এখানে জলস্তর অনেক গভীরে নেমে যায়। হাহাকার পরে। তাই মানুষের কাছে বিষয়টি আসা দরকার। কেন্দ্র এবং ঝাড়খণ্ডে বিজেপির সরকার ক্ষমতাশীল তাই এবিষয়ে আমাদের রাজ্যের স্বার্থ দেখা হয়নি।

তিনি আরো বলেন, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের বৈঠকে ওড়িশা সরকার ঝাড়খণ্ডের ওই ড্যামের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেও আমাদের রাজ্যের সরকার এ বিষয়ে মৌন হয়ে আছেন। সমস্যা আসানসোল-রানিগঞ্জ বাসীর। পুরনিগমের নির্বাচনে তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন এ বিষয়ে কী করা উচিত।

খণ্ডঘোষে বোমা বিস্ফোরণ, আহত তিন শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর : খণ্ডঘোষ থানার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে বোমা জমা করে রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। কৌতুহল বশত সেই স্কুলের ছাদে বস্তা ঢাকা কী তা আবিষ্কার করতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণের আঘাতে আহত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী বিপাশা ঘোষ, তার ভাই গৌর ঘোষ এবং প্রতিবেশি বর্ষা রায়। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খণ্ডঘোষের ডাহুকা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে কারা বোমা মজুত রেখেছিল ঘটনার ৭২ ঘন্টা পরও বর্ধমান পুলিশ তার কিনারা করতে পারেনি। যদিও ঘটনার পরপর খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ সেখানে হাজির হয়ে বাকি বোমাগুলি জলে ডুবিয়ে নিষ্ক্রীয় করে। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জেলার পুলিশ সুপার বলেছেন বিষয়টি পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। কিন্তু ৭২ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও দোষীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে এলাকায় বিক্ষোভ হচ্ছে। আছে চাপা আতঙ্ক। এলাকার মানুষের অভিযোগ পাশের গুঁইর এলাকার তৃণমূল দুষ্কৃতীরা এই ঘটনার সাথে যুক্ত। পুলিশ জেনেও কিছু করছে না।

বকরিদের ছুটি থাকায় স্কুলের ছাদে মুড়ির চাল শুকাতে দেয় ক্ষেতমজুর পরিবারের অর্চণা ঘোষ। ছেলেমেয়েদের চাল পাহাড়া দিতে বলে। ভাই বোনকে ছাদে উঠতে দেখে প্রথম শ্রেণির ছাত্রী বর্ষা ঘোষ ও তাদের সঙ্গে যায়। তিন শিশুই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

ফুরনে ফ্ল্যাগ বাঁধছে সাগর

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২৫ সেপ্টেম্বর : ৫০টি ফ্ল্যাগ বাঁধলে সাড়ে তিনশো টাকা মজুরি। রানিগঞ্জে বক্তার নগরের সাগর মণ্ডল বাবুল সুপ্রিয়র দলের ফ্ল্যাগ বাঁধছে। বছর আঠারো বয়স। আসানসোল কোর্ট মোড়ে দেখা। জিজ্ঞেস করলে বলল, কী করব? অসুস্থ মাকে দেখাতে নিয়ে এসেছি পিসির বাড়িতে। শম্ভুদা বলল, চল ৩৫০ টাকা দেবে।

ধূপডাঙার সাগরের পিসেমশাইদের পড়শি শম্ভু মণ্ডল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও একই কাজ করছেন। মুখে বাংলা মদের গন্ধ। বললেন, কী করবে? অভাবের সংসার কাজ খুঁজছে, নিয়ে এলাম।

সাগরের দিন মজুর জীবনের আজই প্রথম দিন। কী আশ্চর্য! শেরগড় পরগণার বক্তারনগর গ্রাম। কাছেই 'মঙ্গলপুর শিল্পতালুক'। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরি।

সাগর বললে, আমাদের বাড়ির খুব কাছেই।

—সেখানে ...?

—না কোনও কাজ খুঁজেও পাইনি।

রাজ্যের শিল্প বিভাগের তথ্য বলছে বর্ধমানের এই শিল্পতালুকে গত সাড়ে চার বছরে একটিও নতুন কারখানা খোলেনি। ১১টি কোনক্রমে চলছে। ধুঁকছে শিল্পতালুক—ধুঁকছে আসানসোলের সমগ্র শিল্পাঞ্চল। ২০১১ মে মাসে মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলপুর শিল্পতালুকের চটকল বন্ধ হল জুন মাসে। এখনও ধোঁয়া দেখা যায় না। একেবারে বন্ধ। ১২০০ চটকল শ্রমিকের কাজ নেই।

সাগরের বাবা মিষ্টির দোকানের কারিগর। মার হৃদযন্ত্র খারাপ। বাড়িতে এক বোন আছে—সে এখনও স্কুলে যায়। বই কিনতে না পেরে সাগর গত বছর পড়াশোনা ছেড়েছে। পুর নিগমের ভোট এসেছে, সাগর তাই ফুরনে ফ্ল্যাগ বাঁধার কাজ পেয়েছে। জানে না ভোট শেষ হলে সে কী করবে?

নতুন চিঠি

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে শ্রমজীবী মানুষকে

আমাদের দেশে ও রাজ্যে গণতন্ত্র আক্রান্ত। ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকেও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নিষ্পেষণের শিকার হতে হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ সরকার সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীয়তাবাদের নামে ভারতীয়তার মর্মবস্তু ও উপরিসৌধের উপর ক্রমাগত হামলা করছে। দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী উপরিকাঠামো গুলোতে সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষার গৈরিকীকরণ, ইতিহাস গবেষণা সহ জাতীয় মর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষা কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মনিষীদের হেনস্থা এমনকি হত্যার ঘটনাও ঘটছে। ইতিহাসের গেরুয়াকরণের প্রচেষ্টা অব্যহত। ভারতীয় সংস্কৃতি অন্যতম ঐতিহ্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দিক সমাজজীবনকে বিষাক্ত করার প্রচেষ্টা ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। দেশের মানুষের মূল সমস্যাগুলিকে সমাধানের পরিবর্তে বহুজাতিক ও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে ফ্যাসিবাদী প্রবণতার মাধ্যমে এই সরকার জাগ্রত জনতার কণ্ঠকে রোধ করে চলেছে।

আমাদের রাজ্যের হাল তথৈবচ। বিগত সাড়ে চার বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার দুষ্কৃতীদের সরকারে রূপান্তরিত হয়েছে। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম আজ জনজীবনকে ত্রস্ত করছে। এই রাজ্য মগের মুলুকে রূপান্তরিত হয়েছে। আইনের শাসন নেই, শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রশাসন সর্বত্র দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি, তোলাবাজির সংস্কৃতি কায়েম হয়েছে। অথচ যে-কোনো প্রতিবাদকেই সাংঘাতিক ভাবেই দমন করা হচ্ছে। মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার হরণ হয়েছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও একের পর এক নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই সর্বস্তরের মানুষ আজ এই প্রশ্নে পথে নামছেন। এটাই ঐতিহাসিক সত্য—শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রতিরোধেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। গণতন্ত্রকে রক্ষা ও পুনর্বহাল করতে পারেন শ্রমজীবী মানুষই। তাই শ্রমজীবী মানুষকে অন্যান্য সহযোগী অংশকে নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, ভারতীয়তার মূল মর্মবস্তুকে রক্ষায়, প্রতিবাদ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। আসানসোল কর্পোরেশন, বিধাননগর কর্পোরেশন, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের উপ-নির্বাচন সেই সংগ্রামেরই অংশ। শ্রমজীবী মানুষ অগ্রণী ভূমিকা নেবেন।

সুকান্ত স্মরণ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান : মৃত্যুঞ্জয়ী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর স্মরণ সন্ধ্যা হয়ে গেল উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ শহর কমিটির উদ্যোগে এই সভায় সুকান্ত রচনা ও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন জেলা গণনাট্য সংঘের জেলা সভাপতি সলিল ভট্টাচার্য। সুকান্ত প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক সুধীর রায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের শহর শাখার শিল্পীরা। কবি সুকান্তর বিভিন্ন কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন মৃদুল সেন। কবি সুকান্তর কবিতা আবৃত্তি করেন শহরের কচিকাচা শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পূজন সেনগুপ্ত।

এক ডজন প্রশ্ন

১. সুইজারল্যাণ্ড দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এই দেশের জাতীয় পশু এবং জাতীয় পাখি কী?
২. লন্ডনের কতজন ব্যবসায়ী কবে সিদ্ধান্ত নেয় যে ভারতের ব্যবসা করবে ? সেই কোম্পানির নাম কী?
৩. ফুটবল সম্রাট পেলে কোন দল নিয়ে কবে কলকাতায় খেলতে আসেন? কোন দলের সঙ্গে খেলেন?
৪. বর্ধমানে ইডেন ক্যানেলের কবে উদ্বোধন হয়েছিল?
৫. সৌদি আরব দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায় কোথায়? জাতীয় পাখি কী? জাতীয় প্রতীক কী? এই দেশে কোন নদী আছে?
৬. 'ফোটোথেরাপি' কে আবিষ্কার করেন? এই জন্য তিনি কোন সালে নোবেল পান? তাঁর কবে মৃত্যু হয়?
৭. প্রখ্যাত সাহিত্যিক লু সুন-এর আসল নাম কী ছিল? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
৮. কবে দামোদর নদের বাঁধ ভেঙে বন্যায় বর্ধমান শহর ৭ ফুট জলের তলায় চলে যায়?
৯. নিউজিল্যান্ড দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এই দেশের জাতীয় পাখি কী?
১০. বর্ধমান থেকে বর্গীদের কবে তাড়ানো হয়েছিল?
১১. সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় কবে কোথায় কী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান?
১২. মাইথন বাঁধকে কবে কে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন নিয়ে জুয়াচুরি চলছে

কাল হার্মাদ

গত ২১ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিশাল জমায়েতে মমতা ব্যানার্জী পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন ১০ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু শিক্ষকদের বেতন দিতে পারবো না। ...

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে ১০ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়া হবে। ৪ বছর পর আবার সেই ১০ হাজার মাদ্রাসার গল্প শোনাচ্ছেন। প্রকৃত অবস্থা রাজ্যে গত ৪ বছরে মাত্র ২৩৪টি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মাদ্রাসার জন্য ৩ জন শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীকে ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আসলে টাকাটা আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প থেকে যেমন প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার টাকা আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাণ্ডার প্রকল্প আর পাড়ায় পাড়ায় টাকা বিলিয়ে নাম কিনছে তৃণমূল।

দশ হাজার মাদ্রাসা অনুমোদন পেলে প্রায় ৫০ হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকের চাকরি হোত। তা হয়নি উল্টো দিকে ৫১ হাজার ইমাম মোয়াজ্জেমকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। রাজ্য সরকারি ফান্ড থেকে নয় ওয়াকফ বোর্ডের টাকায় পোদ্দারী করছে তৃণমূল সরকার। আগেও ওয়াকফ বোর্ডের টাকায় রাজ্যে কিছু বিদ্যালয় এবং ছাত্রী নিবাস তৈরি করেছে ওয়াকফ বোর্ড। ওয়াকফ বোর্ডের টাকায় ইমাম মোয়াজ্জেনদের কেনার কৌশল সংখ্যালঘু স্বঘোষিত নেতা হাফ নেতারা হাড়ে হাড়ে বুঝছেন। হাজার হাজার সংগ্রামরত মাদ্রাসা শিক্ষকরাও বুঝছেন ক্ষমতায় আসার আগে আর পরের হাঁক ডাকের মধ্যে কত ফারাক। অনুমোদন দেবেন অথচ শিক্ষকদের বেতন দেবেন না। যাঁরা শিক্ষকতা করবেন তাঁরা যদি বেতন না পান তাহলে অনুমোদনের অর্থ কী?

সংখ্যালঘু ছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর ঢাকঢোল পেটানো হলেও প্রকৃত অবস্থা একটু আলাদা। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রীরা বছরে বৃত্তি পেতেন ১২০০ টাকা এবং টাকাটা বছরের মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসত। এখন ব্যক্তিগতভাবে টাকার পরিমাণ কমেছে। এখন একটি ছাত্রী ৯৫০ টাকা পাচ্ছে তাও অনিয়মিত। গত চার বছরের জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে প্রায় ৪ গুন। প্রকৃত অর্থে বৃত্তি কমছে। হাই মাদ্রাসার জনৈক প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন বামফ্রন্ট আমলে ছাত্রী পিছু নির্দিষ্ট টাকা আসতো। আর এখন স্কুল বা মাদ্রাসা পিছু একটা অঙ্ক ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। সেই টাকা ছাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনিতে স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। সেই অনুপাতে টাকা বাড়ছে না। আগে একজন ছাত্র পেত ১২০০ টাকা। এখন খরচার ও মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে ছাত্রী পিছু ৩০০০ টাকা হওয়া উচিত। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৩ বছর আগে বলেছেন সংখ্যালঘুদের সমস্যার ৯০ শতাংশ সমাধান হয়ে গেছে। সেই হিসাব ধরলে তো এখন ৯০ কেন২৭০ শতাংশ উন্নয়ন হয়ে যাবার কথা। তা হয়েছে কি?

রাজ্যে চাকরির বাজার কমছে

রাজ্যে চাকরির বাজার হু-হু করে কমছে। সিঙ্গুর কাণ্ডের পর রাজ্যে আর বড় কারখানা আসছে না। এবং ফটাফট লকআউট ঘোষণা হচ্ছে। হাজার হাজার কর্মঠ হাত হঠাৎ বসে যাচ্ছে। সর্বত্র তৃণমূলের তোলাবাজি কোথাও কোথাও অস্থায়ী লেবার নিয়োগ নিয়ে ইউনিয়ন এর খবরদারির ভয়ে পাততাড়ি গুটাচ্ছে অনেক পোড় খাওয়া শিল্পসংস্থা। সম্প্রতি টাকা হিতাচির প্রধান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর মুখের সামনেই অভিযোগ করেছেন অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানের আইন শৃঙ্খলা ও শ্রমিক অসন্তোষের ঠেলায় বড় শিল্প কারখানা আসছে না যারা টিকে আছে তাদেরও বুক ধুকপুক করছে। রাজ্য শিল্প বিভাগের তথ্য বলছে বর্ধমানের রানিগঞ্জ মঙ্গলপুরের শিল্পতালুক ধুঁকছে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরই বন্ধ হল মঙ্গলপুরের চটকল। ১২০০ শ্রমিকের কাজ নেই। এই সাড়ে চার বছরে একটি ও নতুন কারখানা খোলেনি আসানসোলে। সমগ্র শিল্পাঞ্চল ধুকছে।

সারা ভারতে চাকরির বাজারে ক্রমশ হতাশাজনক ছবি ফুটে উঠছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের ৩৮৬টি পিওন পদের জন্য ২৩ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পরেছে। এর মধ্যে লক্ষাধিক প্রার্থী স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। এর মধ্যে ২৫৫ জন পি এইচ ডি আছেন। আছেন এম.ফিল, এম.টেক, এম.সি.এ এর মতো টেকনিক্যাল ট্রেডের লোকজন। চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল পঞ্চম শ্রেণি এবং সাইকেল চালানো জানতে হবে।

কেন্দ্রের লেবার ব্যুরোর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে হতাশাজনক ছবি ফুটে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। দেশের মধ্যে স্থায়ী মাস মাইনের চাকরি সব থেকে কম পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে ১৮ বছরে বয়সে কর্মপ্রার্থীর মধ্যে হাজার প্রতি ৫ জন মাস মাইনের চাকরি পাচ্ছে। ৩০ বছর বয়সে ১০০ জন ৩৩ বা বেশি বয়স ধরলে ঐ সংখ্যা ছাড়ায় ১৩১ জনে। সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্র নিয়েই এই ছবি। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে ১৮ বছরে হাজারে ৯৫ জন মাস মাইনের চাকরি করে। ত্রিপুরায় ২৬৯জন, উত্তরাখণ্ডে ২২৯জন, মধ্যপ্রদেশে ৪০জন, মহারাষ্ট্রে ১২০জন, আসামে ১২৩জন, রাজস্থানে ১৫০জন, দিল্লিতে ২৩১জন, গুজরাটে ৬৬জন। সুতরাং রাজ্য সরকারের মহামন্ত্রী থেকে হাফমন্ত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের বন্যায় যে বাগাড়ম্বর করছেন তার সারবর্তা কোথায়? মেলা খেলায় চপের দোকান, সিণ্ডিকেট শিল্প ধরলেও সংখ্যাতত্ত্বে মিলছে না।...

ডাল-রুটি খাও প্রভুকা গান গাও

প্রতিদিন রাজ্যে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, বোমাবাজি, প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ নেমে আসছে মানবিকতার উপর। স্বশাসন লুট হয়ে যাচ্ছে প্রশাসনের মাথায় অযোগ্য অথচ পেটয়া লোকদের বসানো হবে। ভাবখানা এমন ভাত দিচ্ছি সুতরাং কিল মাড়বো। তোমাদের কী হ্যা। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে কোনো আওয়াজ নেই। পাড়ায় পাড়ায় শাসকদলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বেই গরিব মানুষ, খুন, আহত, ঘরছাড়া, এলাকা ছাড়া হচ্ছেন। মা-মাটি-মানুষ সরকারের পুলিশ প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। তারাও থানায়, ব্যারাকে আক্রান্ত হয়ে টেবিলের তলায় বা ফাইলের স্তূপের পিছনে মাথা বাঁচাচ্ছেন—আর প্রভুর জয়গান গেয়ে যাচ্ছেন। ... পাহাড়ে বিমল-হাসির আড়ালে কান্নার কোলাজ ফুটে উঠছে। ... তবুও বক্তৃতায় বিজ্ঞাপনে ত্রিফলা বাতি আর নীল রং -এর জয়গান গেয়ে যেতে হচ্ছে রাজ্যের সুবোধ-সভাকবিদের।

শিক্ষক সম্মেলনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ সেপ্টেম্বর : গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এখন চরম আক্রমণের মুখে। কেন্দ্রীয় সরকার নয়া উদাবাদী অর্থনীতির সপক্ষে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। বহুত্ববাদী সমাজের বিপদ বাড়াতে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিচ্ছে। যাতে মানুষের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে উদারবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনকে দুর্বল করা যায়। অন্যদিকে রাজ্যেও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার গুলি কেড়ে নিচ্ছে এরাজ্যে পরিবর্তনের সরকার। বঞ্চনার রোলার চালানো হচ্ছে জীবন-জীবিকার উপর। নৈরাজ্য ও হিংসা নামিয়ে এনে শিক্ষা ক্ষেত্রকে কলুষিত করা হচ্ছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যকরণ ঘটিয়ে বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে পেশা ও শিক্ষার অধিকারকে। একদিকে শাসক দল শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের উপর শারীরিক ও মানসিক আক্রমণ নামিয়ে আনতে কসুর করছেন। অন্যদিকে নানা ফতোয়ার মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক সন্ত্রাস নামিয়ে এনে বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। তাই শিক্ষকদের লড়াই প্রতিবাদের কর্মসূচিতে বেশি বেশি করে অংশগ্রহণ করতে হবে। আজ কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কালনা জোনাল কমিটির ৮ম সম্মেলনের আলোচনায় উঠে আসে উপরোক্ত কথাগুলি। সম্মেলন স্থলের দীপিকা কুমার নগর ও মঞ্চের কৌশিক ভট্টাচার্য নামকরণ করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শিক্ষক নেতা শশধর মিস্ত্রী। সঞ্জীত ব্যানার্জী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, রাউল গুহকে নিয়ে গঠিত সম্পাদক মণ্ডলী সমেমলন পরিচালনা করেন। ৮জন প্রতিনিদি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। এই সম্মেলন থেকে ৫৬ জনের কালনা জোনালের নতুন কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই ৬৪ জন প্রতিনিধি বেছে নেওয়া হয় যারা আগামী ১২ অক্টোবর কালনা মহকুমা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন।

সুকু কোঁড়ে দাঁড়াবেই !

কালিপাহাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : সুকু কোঁড়ে—দামোদর পাড়ের আদিবাসী যুবক। বুক চিতিয়ে বললেন, 'ইঙ তিঙ্গুন গিঁয়েএত'। মানে? আমি দাঁড়াবোই!

আসানসোলের কালিপাহাড়ির আমলাবাদে আসানসোল পুরসভার ৮৭নং ওয়ার্ডের সি পি আই(এম) প্রার্থী সুকু। কয়লা খনি, বালি খাদান—দামোদর পাড় লাগোয়া বাঁকুড়ার সীমান্তের প্রান্তভূমিতে তার বাস আদিবাসী সমাজে। এখানকার আদিবাসী সমাজের চোলোপাড়ার মাথা মাঝি মাড়োয়ারা সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—'সুকু লড়বেই।' দু-দুবার তাঁরা সভা করেছেন। একবার কালিপাহাড়ির ছাতামেলার মাঠে। আর একবার জামডোবায়। আশেপাশের গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। বার্তা ছড়িয়ে গেছে আসানসোল রানিগঞ্জ হয়ে কুলটির সর্বত্র।

সি পি আই(এম) নেতা বংশগোপাল চৌধুরী বললেন, এই মেজাজটাই তো চাই! নইলে লড়াই জমবে কেন? এক ইঞ্চি জমি কেউ ছাড়বেন না। আদিবাসী সমাজের পাশে আছেন সাধারণ মানুষও। যারা কোনো দিন মিছিলে হাঁটেননি, সভায় আসেননি। তৃণমূলের সন্ত্রাসের আড়ালে সুযোগ পেলেই বলে যাচ্ছেন, আমরা আছি। আপনারা শুধু দাঁড়িয়ে থাকুন। লড়ে যান। আদিবাসী সমাজের কেউ অন্য পার্টির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, শুধু তৃণমূলের প্রার্থীই দাঁড়াবে। এমন সিদ্ধান্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে এখানকার আদিবাসী সমাজ। জোর খাটানো, ভয় দেখানো হুমকিকে তাঁরা অগ্রাহ্য করছেন।

এ দিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বংশগোপাল চৌধুরী জানান, আসানসোল পুর নিগমের ভোটের ব্যাপারে কয়েকটি এলাকায় তৃণমূলের বাইক বাহিনীর দাপাদাপি চলছে। প্রকাশ্যেই কয়েকটি এলাকায় প্রচার করা হচ্ছে—বেলা ১২টার পর ভোট দেওয়া যাবে না। খণ্ডঘোষে স্কুল বাড়ির ছাদে বোমা পাওয়া গেছে। আমরা আসানসোল পুলিশ কমিশনার-এর কাছে আরজি জানিয়েছি, জি টি রোডের উপর প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি করার। এছাড়াও স্থানীয় লজ, হোটেলগুলিতে দৃষ্টি রাখার আবেদন জানিয়েছি।

দিনদুপুরে দরিদ্র এই গ্রামের নিমগাছতলায় কথা হচ্ছিল। পেশায় খেতমজুর সুকু বললেন, রাতে বাড়িতে এসে হুমকি দিয়েছে। মাঠে ডেকে বলেছে 'উইথড্রো' করো। না হলে 'দিকু করে দেবো'। মাজি মাড়োয়ারা সব জেনেছেন, সব বুঝেছেন। তাঁরা সমর্থন করেছেন আমার পার্টিকে।

আদিবাসীদের এখানে লড়াকু মেজাজ। দামোদরের পাড়ে ছোট্ট এই গ্রামে তৃণমূলের ফতোয়া তাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। কালিপাহাড়ির এই ঘটনায় গর্বে বুক ভরে গেছে দীর্ঘদিনের বামপন্থী পক্ককেশ শ্যামল মুখার্জির। বললেন, এতদিন রাজনীতিতে আছি, অনেক আন্দোলন দেখেছি। এই শেষ বয়সে কালিপাহাড়ি আমার মন ভরিয়ে দিয়েছে। রুখে দাঁড়ানোর মানুষ এখনও আছে!

—কী আছে বলুন তো? পাশে দাঁড়ানো সন্তোষ মুর্মু বললেন, গ্রামে এক ফোঁটা কাজ নেই। কেউ যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ, কেউ যাচ্ছে আসানসোল। কে এপিএল, কেবিপিএল বোঝা যায় না। কারা এসব ঠিক করে? দু টাকার চাল পাওয়া যায় না। যারা পায় তাদের সকলের পেট ভরে না। স্টেশনের কাছে একটা কারখানা ছিল, দেড় বছর হল ঝগড়া মারামারি করে বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামের বুড়ো মানুষগুলো ভাতা পায় না। আর কত বলব?

বিষয়টি নিয়ে এই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকুল হেমব্রমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও কথা বলতে চাইলেন না। আসানসোল থেকে মন্ত্রী মলয় ঘটক তাঁকে কোনও কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

সুকুলের গ্রাম আড়াডাঙায় তৃণমূল এখনও পর্যন্ত বিরোধী কোনও প্রার্থীকে প্রচার করতে দেয়নি। সুকুর সঙ্গীসাথীরা তাই ঠিক করেছে ভোটের দিন সুকুকে নিয়ে তারা আড়াডাঙ্গায় যাবে। সেখানকার মানুষগুলোকে তো ভরসা দিতে হবে! দামোদর পাড়ের এই গ্রামগুলোতে বালি মাফিয়া আর চোরদের সমর্থন তৃণমূল আর বিজেপির দিকে। আমলাবাদ, আস্থাভাঙা, জ্যামডোবা, ডামরার মতো এলাকায় নদীর চরে, বালির নিচে লুকিয়ে থাকা কয়লার মতোই দাম্ভিক ও আধিপত্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে এখানকার মানুষগুলো দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষোভ জমা রেখেছে। নির্বাচনের দিন সেই ক্ষোভ উগরে দেবে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সার্ভে হচ্ছে তৃণমূল অফিসে : বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা একটি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প। জমি আছে অথচ এখন দুঃস্থ পরিবারের পাকা বাড়ি নেই। এই রকম পরিবারকে কংক্রীটের ছাদ করার জন্য সর্বোচ্চ সাড়ে তিন লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পে সার্ভে করার জন্য বর্ধমান পুরসভা অস্থায়ী কর্মীও নিয়োগ করেছেন। কিন্তু প্রকল্পের সার্ভে হচ্ছে তৃণমূলের অফিসঘরে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এমনই একটি সার্ভে কাজের জন্য বহু মানুষ লাইন দেন ২৫ নং ওয়ার্ডে রায়গঞ্জ কুয়াতলা এলাকায় তৃণমূল পার্টি অফিসে। অস্থায়ী কর্মচারী সুনন্দা সেনগুপ্ত জানিয়েছেন পুরসভায় কথামতো তাকে স্থানীয় কাউন্সিলার তৃণমূল পার্টি অফিসে আসতে বলেছেন। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সরকারি কাজের সার্ভে বা ফর্মপূরণ কেন দলীয় কার্যালয়ে হবে? অভিযোগ উঠেছে সার্ভে করার জন্য বিনা রশিদে ২৫ করে নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় বিজেপির পক্ষ থেকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে পুরপ্রধান স্বরূপ দত্ত কোনো মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনার কথা শুনে প্রাক্তন পুরপ্রধান আইনুল হক জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প নিজেদের বলে প্রচার করে নোংরামি করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

কৃষক সভার দাবিকে শিলমোহর দিল তৃণমূলের পঞ্চায়েত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ সেপ্টেম্বর : ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করে দীর্ঘ দিন থেকে বকেয়া মজুরি পাচ্ছেন না রাজ্যের ক্ষেতমজুররা। এই দাবি তুলে সারা ভারত কৃষকসভা আন্দোলন করছে, প্রতিবাদ করছে। ক্ষেতমজুরদের সাথে নিয়ে সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, স্মারকলিপি জমা দিচ্ছে। বধির হয়ে যাওয়া রাজ্য সরকার কৃষকসভার এই দাবিকে পাত্তা না দিলেও রাজ্যেরই একটি তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত সেই দাবির যথার্থতার উপর শিলমোহর দিলো। শুধু শিলমোহরই নয় দীর্ঘদিন থেকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি না পাওয়ার প্রতিবাদে ঐ পঞ্চায়েতটি সমস্থ রকম প্রশাসনিক বৈঠকও বয়কট করার কথা ঘোষণা করেছে।

কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূল পরিচালিত। এই পঞ্চায়েতের ১০নং সংসদ এলাকার ভেরুয়াপাড়ায় ১০০ দিনের প্রকল্পে একটি পুকুর সংস্কার করা হয়। ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পুকুর সস্কারের কাজে যুক্ত ছিলেন ভেরুয়াপাড়া ও নারায়ণপুরের তিন শতাধিক পরিবার। বেগপুর পঞ্চায়েত প্রধান শিউলি মল্লিকের দাবি, গত ২০১৪ সালের ২১ জুলাই সংস্কারের সব তথ্য অন-লাইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত মজুরির একটা টাকাও পাওয়া যায়নি। বকরীদ ও পুজোকে সামনে রেখে ঐ এলাকার কাজ করা মানুষরা বকেয়া মজুরির দাবিতে গত ২০ আগস্ট বেগপুর পঞ্চায়েত ঘেরাও করে, বিক্ষোভ দেখায়। ১০৯ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেয়। এই সব ঘটনরা কথা জানিয়ে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি লেখা হয়। কিন্তু বকেয়া মজুরি পাওয়ার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। প্রধান আরও বলেন, বাধ্য হয়েই সমস্থ রকম প্রশাসনিক বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটবে না গ্রাম পঞ্চায়েত। এলাকার তৃণমূল নেতা ইনসান মল্লিক ঘটনার কথা স্বীকার করে জানান, ক্ষোভ বিক্ষোভের কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে বসতে পারছেন না প্রধান। তাই শুধু শুধু প্রধান প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে কী করবে? সূত্রের খবর খুব সম্প্রতী কালনা ১নং বিডিও দপ্তরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে প্রশাসনিক সভা করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক। অবশ্য সেই সভায় যোগ দেননি বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো প্রতিনিধি।

সি পি আই(এম)-এর কালনা জোনাল সম্পাদক সুকুল শিকদার জানান, আমরা যে দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন সংগ্রাম করছি, সে দাবি যে কতটা সঠিক পরিষ্কার হয়ে গেল বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আচরণের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা শুধু বেগপুরের নয়, সারা রাজ্য জুড়েই ঘটেছে। মানুষ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁদের নিজস্ব অধিকার ছিনিয়ে নেবে। কোনো করুণা বা দয়ার মধ্য দিয়ে নয়।

পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ করতে চাইছে সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ সেপ্টেম্বর : মেমারি পুর এলাকায় ৫নং ওয়ার্ড জি টি রোড সংলগ্ন মাঠপাড়ার বস্তিতে চারশত পরিবারের ব্যবহার্য কমিউনিটি শৌচাগার ভেঙে দিয়ে সরকার মোটেল বানাতে চায়।

গত ১৭ আগস্ট দুপুরবেলায় পি ডব্লু ডি আধিকারিক ব্যাপক পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী নিয়ে দখল নিতে এসেছিলেন বাসিন্দাদের পূর্ণবাসন ছাড়া। এই উচ্ছেদের ঘটনায় বস্তিবাসিরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। স্বাভাবিকভাবেই বস্তির মানুষ জড়ো হয়ে প্রতিরোধে নামেন। হাজির হন মেমারি পুরসভার ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডের সি পি আই(এম) কাউন্সিলার আর পি.ডব্লু.ডি আধিকারিক, থানার বড়বাবুর সঙ্গে আলোচনা করেন। জানান যে পূর্ণবাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ হবে না। এই পাড়ায় প্রায় ২৫০টি পরিবার ৩০ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। ১২টা পরিবার দুটি কালিমন্দিরও একটি কমিউনিটি শৌচাগার ভাঙা যেতে পারে। এর আগে ২ বার বস্তিবাসীরা পি.ডব্লু.ডি অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ দু-তিন দিন আগে পি.ডব্লু.ডি অফিসে থেকে ৫ নং ওয়ার্ডে মাঠপাড়ায় ১২টা পরিবারের হাতে শোকজ নোটিশ ধরিয়ে বলা হয়েছে ১৫ দিনের মধ্যে ঘর খালি করে দিতে হবে। এই শোকজ নোটিশ পাওয়ার পর বস্তি এলাকায় আবার চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের বস্তি এই উচ্ছেদ-এর চক্রান্তের প্রতিবাদে এদিন বিকেলে বস্তি এলাকা থেকে প্রায় ৩০০ মহিলা পুরষ মিছিল করে মেমারি থানায় ও.সি-র কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। তাঁরা বলেন সরকারের আইনে আছে কোনো বস্তিতে ২০ বছর ধরে বসবাস করলে তাদের আর উচ্ছেদ করা যায় না। বরং তাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার তৈরি করে দিতে হবে। তারা ৯৯ বছরের লিজে থাকতে পারবেন। মিছিল থানায় এসে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সভা থেকে বস্তি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক তরুণ ভৌমিকের নেতৃত্বে ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল মেমারি থানার বড়বাবুর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সভাপতি নুর মহম্মদ, শেফালি দাস, চিন্ময় বিশ্বাস, পিন্টু ভট্টাচার্য, তুফান ক্ষেত্রপাল, সুকুমার ক্ষেত্রপাল।

তৃণমূলি নেতার অনুগ্রহ : এক ব্যক্তি দু'বার ইন্দিরা আবাসনের টাকা পাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৫ সেপ্টেম্বর : টাকার বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে দু'দুবার ইন্দিরা আবাসনের ঘর পাইয়ে দেবার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের পঞ্চায়েতের সদস্যের বিরুদ্ধে।

পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের পাটুলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মামুদপুর ৫নং গ্রাম সংসদের সদস্য তৃণমূলের সদস্য রিঙ্কু ঘোষ। অভিযোগ তিনি ইন্দিরা আবাসনের গৃহনির্মাণ প্রকল্পে এক ব্যক্তিকে পর পর দুইবার টাকা অনুমোদন করেছেন। অভিযোগ জমা পড়ে পাটুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে। এবং পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের বিডিও সোমনাথ দে'র কাছেও অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন মামুদপুর গ্রাম সংসদের সদস্য স্থানীয় বাসিন্দা পরেশচন্দ্র ভকত।

পরেশচন্দ্র ভকত বলেন মামুদপুর গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী পূর্ণচন্দ্র ভকত। তিনি ২০১০ সালে ইন্দিরা প্রকল্পে গৃহনির্মাণের জন্য ৪৫,০০০ টাকা পেয়ে গৃহনির্মাণ করেন। এরপর ২০১৫ সালে ওই একই প্রকল্পের আবার ১ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। ৫ নং গ্রাম সংসদের সদস্য রিঙ্কু ঘোষ ওই টাকা অনুমোদন করেছেন।

তিনি বলেন, ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে এক ব্যক্তি পর পর দুইবার গৃহ নির্মাণের টাকা পেতে পারে না। পঞ্চায়েতের আইনে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেই আইনের তোয়াক্কা না করে পঞ্চায়েতের সদস্য টাকা অনুমোদন করেছে। পূর্ণচন্দ্র ভকত স্বচ্ছল পরিবার, তার পাকা বাড়ি রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাকে ইন্দিরা আবাসনের প্রকল্পে টাকা পাইয়ে দেওয়া হলো। এই ঘটনা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিডিও সোমনাথ দে বলেছেন বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

মামুদপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা অত্যন্ত দুস্থ পরিবার ছেঁটাবেড়া ঘরে বাস করেন বিধবা মহিলা লক্ষ্মী ভকত, স্বামী মৃত কালো ভকত। তিনি বলেন, অনেকবার পঞ্চায়েতে ইন্দিরা আবাসনের ঘর পাবার জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও তাকে তৃণমূলের সদস্য ঘর অনুমোদন করেনি। এমনি আরো অনেক দুস্থ পরিবার রয়েছে মামুদপুর গ্রামে। যেমন দিলীপ ভকত, মহাদেব ভকত, তারক ভকত। তারাও জানান আবেদন করেও তাদের ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে ঘর দেওয়া হয়নি।

স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করে বলেন, ওই সদস্যের বিরুদ্ধে নানান দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তিনি মামুদপুর গ্রাম সংসদের অন্তর্ভুক্ত একটি ঢালাই রাস্তা তৈরি করার টাকা লোপাট করেছে। এছাড়া আরো এক তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী স্বচ্ছল পরিবার পাকা বাড়ি রয়েছে তাকেও পর পর দুই বার ইন্দিরা আবাসনের প্রকল্পের গৃহ নির্মাণ খাতে টাকা পাইয়ে দেবার অভিযোগ উঠেছে।

বিধবা বৃদ্ধাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল পুলিশ ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ সেপ্টেম্বর : ৮০ বছরের এক বিধবা বৃদ্ধাকে পুলিশ পুত্র খেতে না দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর সাড়ে ৪ বিঘা জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। তাই নয় ঐ বিধবাকে খুনের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর বর্ধমান পুলিশ সুপারকে এমনই লিখিত অভিযোগ করেছেন ভাতার থানার নাসিগ্রামের বাসিন্দা গীতা রায়। বর্ধমান পুলিশে কর্মরত তাঁর বড় ছেলে কালাচাঁদ রায়-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। ঐ বৃদ্ধা মহিলা বিভিন্ন মানুষের কাছে সাহায্য নিয়ে জীবনপাত করছেন। বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন থেকে তাঁর কাছে টাকা দাবি করে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিলে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবেন বলে জেলা পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি শ্রীমতি লক্ষ্মীরানি রায়(স্ত্রী), বয়স (৬৬), গ্রাম ও পোঃ - ভাণ্ডারডিহি, থানা ও জেলা - বর্ধমান। (২) সুচন্দ্রা অধিকারী (কন্যা), লক্ষ্মীপুর মাঠ, কলেজ মোড়, পোঃ, থানা ও জেলা - বর্ধমান। (৩) দীপক রায়, (পুত্র)গ্রাম ও পোঃ - ভাণ্ডারডিহি, থানা ও জেলা - বর্ধমান, (৪) সুতন্দ্রা চ্যাটার্জী,(কন্যা) হিন্দমোটর, হিন্দমোটর কলোনী, কোয়াটার নং - ২ আর / ২৭, জেলা - হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, আমরা যথা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা হলাম মনমোহন রায়, গ্রাম ও পোঃ - ভাণ্ডারডিহির বর্ধমানের প্রকৃত ওয়ারিশন। মনমোহন রায়, কালনা মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে পেশকার হিসেবে কাজ করতেন ও ২৩/০৬/২০১৪ তারিখে প্রয়াত হন। এই উপরিউক্ত ৪জন ব্যতিরেকে তাঁর কোনো ওয়ারিশন নেই এটা আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

● আমি শুকদেব দাস, পিতা - ভাগ্যধর দাস, আমরা, উত্তর পশ্চিমপাড়া, বড়শুল, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম চৈতালি দাস (CHAITALI DAS)। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত CHNLY DAS নথিভুক্ত হয়েছে। CHAITALI DAS এবং CHNLY DAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি নিয়াকত মল্লিক(NIYAKAT MALLICK) , পিতা - প্রয়াত শাহিদ মল্লিক, গ্রাম - বেড়ুগ্রাম, পোঃ - চণ্ডীপুর, থানা - খণ্ডঘোষ, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম সুলতানা খাতুন (SULTANA KHATUN), যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SANTANA KHATUN নথিভুক্ত হয়েছে। SULTANA KHATUN এবং SANTANA KHATUN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহঃ সামিন মণ্ডল, পিতা - আব্দুর রফিক মণ্ডল, রাধাপল্লী, হাটপুকুর, মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম MD. SHARIQ MONDAL যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MD. SHRIQ MONDAL নথিভুক্ত হয়েছে। MD. SHARIQ MONDAL এবং MD. SHRIQ MONDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শ্রী রামু দাস, পিতা শ্রী কার্তিক দাস, মন্তেশ্বরতলা, রামপুর, কাঞ্চননগর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার সঠিক নাম ARCHITA DAS কিন্তু তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত RAHI DAS নথিভুক্ত হয়েছে যা তার ডাক নাম। ARCHITA DAS এবং RAHI DAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আবুল হাসেম ওরফে হাসেম মুন্সি, পিতা - প্রয়াত ওয়াসেদ, গ্রাম - দাদপুর, পোঃ - হাবাসপুর, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক নাম আবুল হাসেম, যা রেশনকার্ডে নথিভুক্ত আছে। ভোটার কার্ডে ভুলবশত হাসেম মুন্সি নথিভুক্ত হয়েছে। আবুল হাসেম এবং হাসেম মুন্সি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি তোসলিমা খাতুন (Taslima Khatun) ওরফে তোসলিমা মুন্সি (Taslima Munsi), স্বামী - আবুল হাসেম ওরফে হাসেম মুন্সি।গ্রাম - দাদপুর, পোঃ - হাবাসপুর, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক নাম Taslima Khatun, যা আমার রেশন কার্ডে নথিভুক্ত আছে। ভোটার কার্ডে ভুলবশত Taslima Munsi নথিভুক্ত হয়েছে। Taslima Khatun এবং Taslima Munsi, স্বামী - আবুল হাসেম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আসলেমা বেগম, স্বামী - চৌধুরী মহঃ বোরজাহান, দুবরাজদিঘি, ডাঙাপাড়া, পোঃ - বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এইফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম আসলেমা বেগম, স্বামী - চৌধুরী মহঃ বোরজহান, কিন্তু রেশনকার্ড, আধারকার্ড, ভোটার পরিচয়পত্রে এবং আমার স্বামীর সার্ভিস বুকে নমিনি হিসেবে যথা অসলেমা খাতুন, স্বামী সি এম বরজাহান, আসলেমা বেগম ওরফে পুর্ণিমা চৌধুরী, পিতা - চৌধুরী চাঁদ মহম্মদ, পুর্ণিমা চৌধুরী, স্বামী - বোরজাহান চৌধুরী ও আসলেমা বেগম নথিভুক্ত হয়েছে। আমার জন্ম তারিখ ১৫/০৩/১৯৬৬ ও আমার স্বামীর নামের ইংরেজি বানান Choudhury Md. Borjahan। আসলেমা বেগম, আসলেমা খাতুন, আসলেমা বেগম ওরফে পুর্ণিমা চৌধুরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।*

প্রয়াত পীযুষ তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর : চলে গেলেন সি পি আই (এম) বর্ধমান সদর ১ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য পীযুষকান্তি তা। এলাকার সকলের প্রিয় নেতা । বর্ধমান থানার মির্জাপুর গ্রামের তাঁর বাড়ি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা বর্তমান। কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে তিনি সি পি আই(এম) -এর সদস্যপদ লাভ করেন। পেশায় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক পীযুষ তা দুবার সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচিত হন। একবার পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এলাকার কৃষক আন্দোলন ও এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান কৃষক নেতা গণেশ চৌধুরী, আইনুল হক, দেবু রায়, অশোক ঘোষ, শ্রীকান্ত ঘোষ প্রমুখ।

শতায়ু শিক্ষককে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত মূর্তি রাধাগোবিন্দ রায়। রানিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৪৭ সালে শিক্ষকতা শুরু, তারপর দীর্ঘ কর্মজীবন পেরিয়ে অবসর। এই কর্মজীবনে তাঁর মূলবোধ, আদর্শ সহচর হয়েছে। শতবর্ষ আগে ১ আশ্বিন দিনটিতে রাধাগোবিন্দবাবুর জন্ম। ১৯ সেপ্টেম্বর এই শতায়ু শিক্ষকের শততম জন্মদিনে সংবর্ধনা জানালেন রানিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত শিক্ষক এবং তাঁর স্নেহধন্য ছাত্ররা। রানিগঞ্জ স্টুডেন্ট হেলথ হোম-এর সভাকক্ষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রবীণ এই শিক্ষকের হাতে মানপত্র তুলে দেন বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ফণিভূষণ মণ্ডল, কল্লোল ঘোষ, ডা. সুদর্শন ভৌমিক, বাসুদেব মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ গান্ধি প্রমুখ। অনুষ্ঠাটি পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দুলাল কর্মকার। আয়োজকদের রাধাগোবিন্দবাবু অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সকলকেই দেশ ও সমাজের উন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তিনি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে নিবিড় করার আহ্বান জানান।

গোঁজ তৃণমূলি প্রার্থীদের বহিষ্কার আসানসোলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২ সেপ্টেম্বর : দলীয় তৃণমূল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে গোঁজপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে পরায় জেলা তৃণমূল শিক্ষাসেলের সাধারণ সম্পাদক মনোজ যাদব সহ ৬ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিকে বহিষ্কার করলো বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। আজ আসানসোলে দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ভি শিবদাসনকে পাশে বসিয়ে আসানসোলে পুরসভার ছয় জন তৃণমূলিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। মনোজ যাদব ছাড়াও তালিকায় আছেন কুলটি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান আখতার হোসেন, দিলীপ সোনকার, ফরিদা নাজ, হাজি নাসিম আনসারি ও সৈয়দ কামরুল। এরা প্রত্যেকে দাপুটে তৃণমূল নেতা, দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসাবে আসানসোল পুরনিগম ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অবাধ ও সুষ্ঠু পুর-নির্বাচনের দাবিতে আসানসালের বুদ্ধিজীবীগণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২৬ সেপ্টেম্বর : আসানসোল পুর নিগমের ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে হবে। প্রশাসনের কাছে দাবি তুললেন স্থানীয় চিকিৎসক, কবি, আইনজীবী, শিল্পীরা। এদিন এক সংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা প্রশাসনের কাছে মূলত তিনটি দাবি তুলে ধরেন : ১। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটদানের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ২। নির্বাচনের আগে, ভোটগ্রহণের দিন ও ভোট পরবর্তী সময়ে শিল্পাঞ্চলে যাতে কোনো সন্ত্রাস ও হিংসার ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩। ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন জয়া মিত্র, কবি বিকাশ গায়েন, চিকিৎসক পি.আর.মুখার্জি, আইনজীবী শেখর কুণ্ডু প্রমুখ।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান শিক্ষক সংসদ ট্রাস্ট ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বর্ধমান শহর শাখার উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৯৬তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় বর্ধমান শিক্ষা সংসদ ট্রাস্ট ভবনে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ট্রাস্টের সভাপতি দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ি। স্বাগত ভাষণ দেন ট্রাস্টের সম্পাদক শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সলিল ভট্টচার্য সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রবন্ধ কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদয় দাস।

কর্মসহায়িকা আবশ্যক

ঘর-গেরস্থালির কাজে দক্ষ, সব সময়ের জন্য থাকা-খাওয়া পারিশ্রমিক (আলোচনাসাপেক্ষ) সহ বর্ধমান শহরের মধ্যে অবস্থিত একটি বড়িতে কর্মসহায়িকার আবশ্যক। নির্ঝাঞ্ঝাট, নীরোগ, বিধবা / বিবাহ বিচ্ছিন্না / স্বামী-পরিত্যক্তা / কিংবা অবিবাহিতা মহিলারা যোগাযোগ করতে পারেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণের কোনও বিচার নেই।

যোগাযোগ মোবাইল : ৯৪৩৪৩৫৮২৭৪

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১।ইউরোপ, ১৪৯৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, বার্ণে, সিংহ এবং এড্ডওয়েল; ২।২৪ জন ব্যবসায়ী, ১৫৯৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি; ৩।কসমস্‌দল, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, মোহনবাগান দলের সঙ্গে; ৪।১৯৩৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর; ৫। এশিয়া মহাদেশ, ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, রিয়াধ এবং জেড্ডা, সাদা ঈগল, না; ৬।নীলস্‌ রাইবার্গ ফিনসেন, ১৯০৩ সালে, মৃত্যু ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪; ৭।ঝাউ ঝাং শোউ, ১৮৮১ সালের ২৫ সেপ্টেম্ব, চীন দেশের শাওজিংয়ে জন্ম; ৮।১৮২৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর; ৯।ওশিয়ানিয়া, ১৯০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, ওয়েলিংটন, কিউই পাখি; ১০। ১৭৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর; ১১। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টনের কাছে স্টেপলটনহিলে, ধনুস্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হন; ১২। ১৯৫৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ৩৮ সংখ্যার অবশিষ্ট তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল—

১০।১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, ৬০ কপি; ১১।১৯৪৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর; ১২।১৮৮৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।

ভ্রমসংশোধনী : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ৩৭ সংখ্যায় ৪ নং প্রশ্নতে 'পাকিস্তানের' জায়গায় পড়তে হবে 'তাজিকিস্তান'। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

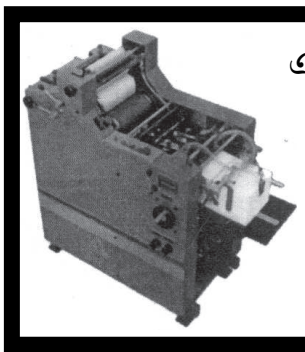

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

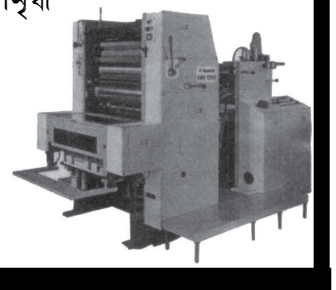

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা